ঈশ্বরদীতে বালুর স্তুপে চাপা পড়ে দুই শিশুর মৃত্যু

ঈশ্বরদীর সারা ঘাটে বালুর স্তূপে খেলা করতে গিয়ে বালুচাপা পড়ে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার (৭ আগস্ট) বিকালে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

দুর্ঘটনার স্বীকার শিশু দুইটি হচ্ছে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ৫ নং সারা ঘাট এলাকার হাসানের ছেলে জিহাদ (১২) এবং মোহাম্মদ আশরাফুলের ছেলে হিমেল (৯)। ঘটনাটি ঈশ্বরদী থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঈশ্বরদী নৌ পুলিশ সদস্যরা তদরকি করছে।

জানা গেছ, স্কুল ছুটির পর বিকাল ৪ টার দিকে শিশু দুটি খেলা করতে যায়। বালুর স্থুপে খেলা করতে করতে কখন যে তারা বালুর স্তুপে চাপা পড়ে সেটি কেউ দেখেনি। ছেলে সন্ধ্যায় বাড়িতে না আসায় হিমেলের পিতা আশরাফুল ও আরো লোকজন শিশু দুটিকে খুজতে খুজতে আনুমানিক রাত আটটার দিকে লোকমুখে শুনতে পায় যে বালুর স্তুপে তারা খেলা করছিলো। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় শিশু দুটির স্বজনরা বালুর স্তুপের বিভিন্ন জায়গায় বালু সরিয়ে অনুসন্ধান করে বালুর স্তুপের ভিতর বাচ্চা দুটিকে পেয়ে ঈশ্বরদী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আনে। কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে শিশু দুটিকে মৃত ঘোষনা করেন।

ঘটনাটি নিছক দুর্ঘটনা না অন্য কিছু সে বিষয়ে ঈশ্বরদী থানা পুলিশের সহায়তায় সার্বিক ভাবে তদন্ত করছে নৌ পুলিশের ঈশ্বরদী শাখা।

মেহেরপুর জেলা হরিজন

সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন

বাংলাদেশ হরিজন মানব অধিকার ফাউন্ডেশন মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের কমিটির অনুমোদন দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিপ্লব বাশফোড়ের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হরিজন মানবাধিকার ফাউন্ডেশন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি শ্রী দয়াল সদ্দার, মেহেরপুর পৌরসভা ২ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সদর থানা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন, মনোরঞ্জন মজুমদার, আশিক কুমার সিংহ, মিঠু বাশফোড়, পার্থ বাশফোড় সহ মেহেরপুর জেলার হরিজন সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীতে মাঠের পানি নিস্কাশনে সুফল দেবে মুন্দা খালে নির্মিত বক্স কালভার্ট

আশে পাশের কয়েকটি গ্রামের মাঠের পানি নিস্কাশনের দুঃখ ঘোচাবে গাংনী উপজেলার মুন্দা খালের উপর নির্মিত বক্স কালভার্টটি। বক্র কালভার্টটি নির্মিত হলে সুফল বয়ে আনবে এলাকার মানুষের।

এদিকে কাজের গুনগত মান ভাল দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন, বিএডিসির দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী প্রকৌশলী শাহরিয়ার আহাম্মেদ।
বিএডিসির উপ সহকারী প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম বলেন, সিডিউল মোতাবেক সঠিক ভাবে কাজ করিয়ে নিতে সার্বক্ষনিক তদারকি করা হয়।

জানা গেছে, মুজিবনগর কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাধীন প্রায় ২২ লাখ টাকা ব্যয়ে মুন্দা খালের উপর বক্স কালভার্টটি নির্মান করছেন মের্সাস বিশ্বাস ট্রেডিং ঠিকাদার মোঃ মামুন রশিদ।

সরেজমিন পরিদর্শনে জানা গেছে, মুন্দা গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়ে মাঠ থেকে খালটি প্রবেশ করে সেউটিয়া খালে গিয়ে মিশেছে। যা এই মাঠের পানি নিষ্কাসনের জন্য অতীব প্রয়োজনী একটি খাল। বামন্দীর দিক থেকে মুন্দা গ্রামের প্রবেশের কাছাকাছি এই খালের উপরে নির্মান হচ্ছে একটি বক্স কালভার্ট।

ইতোমধ্যে কালভার্টের ঢালাই কাজ শেষ হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি ক্ষুদ্র সেচের গাংনী অফিসের উপ সহকারি প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম ও মেহেরপুর বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলী মোঃ শাহরিয়ার আহাম্মদ। ঢালাইয়ে কাজে ব্যবহার করা হয়েছে সিডিউল অনুযায়ী রড সিমেন্টসহ অন্যান্য উপকরণ।

কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাইলে বিএডিসি ক্ষুদ্র সেচের গাংনী অফিসের উপ সহকারি প্রকৌশলী আশরাফুল ইসলাম ও মেহেরপুর বিএডিসির সহকারী প্রকৌশলী মোঃ শাহরিয়ার আহাম্মদ বলেন, সিডিউল মোতাবেক কাজ করা হচ্ছে। তবে তিনি বলেন, আগে যে মালামাল গুলো এসেছিলো সেগুলোর মধ্যে কিছু নিম্নমানের উপকরণ থাকায় সেগুলো ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। পুনরায় মালের গুনগত মান বিবেচনা করে নতুন করে কাজ শুরু করা হয়েছে। সিডিউল মত সঠিক ভাবে কাজ করা হচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা রোভারের ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস মেহেরপুর জেলা রোভার উদ্যোগে ডে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনে রোভার স্কাউটস সদস্যদের অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে দিনব্যাপী এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

রোভার পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন

[redacted]

[redacted]

গর্জন শুনেছিলাম—গো অন, চার্জ

‘রাত ১০টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পাইচারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি (বঙ্গবন্ধু) বলছিলেন- এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না। বাংলা মরবে না। রাত ১২টার পর থেকেই গুলির শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে যেয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়ীতে সৈন্যরা ঢুকে পগেছে। স্পস্ট মনে আছে এ সময় আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম— গো অন, চার্জ —।’

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ দৈনিক বাংলায় এক স্মৃতিচারণমূলক সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব এ কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে সে রাতের অনেক কথাই উঠে এসেছে। এসব কথা ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ তথ্য। নতুন প্রজন্ম এ থেকে জানতে পারবে ৩২ নম্বরে সে রাতে কি ঘটেছিল। দৈনিক বাংলা সাক্ষাৎকারটির শিরোনাম দিয়েছিল ‘প্রথম থেকেই ইয়াহিয়া পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতাম না: বেগম মুজিব’। সাক্ষাৎকারটি হুবহু তুলে ধরা হলো:

“গত বছরের এই দিনের স্মৃতিচারণ করতে গেলে প্রথমেই আমার মন কেঁদে ওঠে। সেই ভয়াল ২৫শে মার্চের কালো রাত থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পযর্ন্ত এ দেশের পরিজন-হারা লাখো লাখো পরিবারের কথা ভেবে অশান্ত হয়ে ওঠে মন। তাই পৃথক করে হিংস্র ঐ রাতের কোন কথা বলতে বা ভাবতে আমার মন সায় দেয় না। বললেন শেখ ফজিলতুন্নেসা মুজিব। কথা বলছিলাম ৩২ নং রোডের সেই। একটা বছর আগের একরাশ স্মৃতির ছায়ায় বসে বেগম মুজিব বলছিলেন অবিস্মরণীয় সেই ২৫শে মার্চের রাত ও তারও আগেকার দিনগুলোর কথা।

অসহযোগ আন্দোলনের সেই অনন্য দিনগুলো। ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত-অশিক্ষিত বাংলার মানুষ এক হয়ে গেছে। ঠিক এমনি মুহুর্তে আলোচনার প্রস্তাব নিয়ে ইয়াহিয়া ঢাকা বাংলায় এলো। প্রথম থেকেই পাকিস্তানী নৃশংস এই পশুটাকে আমি বিশ্বাস করতে পারতাম না। আলোচনা বৈঠকের প্রথম থেকেই এক অশুভ কালো ছায়াকে আমি যেনো দেখতে পেয়েছিলাম সেদিনের জাগ্রত বাংলার অঙ্গনে। শেখ সাহেবকেও আমি বলেছিলাম যারা তাঁকে আগরতলা মামলায় জড়িয়েছে, তারা ভালোভাবেই জানে যে শেখ সাহেব

বাংলাদেশ আর বাঙালীদের চিন্তা-ভাবনাই করেন- পাকিস্তান প্রশ্নে তার আগ্রই নেই। পাকিস্তানের ক্ষমতা তারা শেখ সাহেবকে দেবে না। কাজেই আলোচনা আরম্ভ করে তারা অন্য কোন নতুন কৌশল বের করার সুযোগ খুঁজছে মাত্র। আমার কথা শেখ সাহেব শুনলেন। মুখে কিছুই বললেন না। তিনি দলীয় নেতাদের বৈঠক ছাড়া বাইরে তেমন কিছু বলতেন না তখন।

গত বছর ২৫শে মার্চের সকাল থেকে বাড়ির অবস্থা ভার ভার লাগছিল। দুপুর তখন প্রায় সাড়ে বারোটা। আমাদের বাসার সামনে দিয়ে সৈন্য বোঝাই দুটো ট্রাক চলে গেল। দোতলা থেকেই ট্রাকগুলো দেখে আমি নীচে নেমে এলাম। শেখ সাহেব তখনো আগত লোকদের সাথে কথাবার্তায় ব্যস্ত। তাঁকে ভেতরে ডেকে মিলিটারি বোঝাই গাড়ী সম্বন্ধে বলতেই দেখলাম পলকের তরে মুখটা খুব গম্ভীর হয়ে গেল। পরক্ষণেই তিনি বেরিয়ে গেলেন। সমস্ত দিনটা কেটে গেল থমথমে ভাবে। এলো রাত। সেই অশুভ রাত। রাত সাড়ে আটটায় তিনি সাংবাদিকদের বিদায় দিলেন। আওয়ামী লীগ সহকর্মীদেরও কিছু কিছু নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বিদায় দিলেন।

রাত প্রায় ১০টার কাছাকাছি। বাগান থেকে এক ভদ্রলোক এসে শেখ সাহেবের সামনে একেবারে আছড়ে পড়লেন। তার মুখে শুধু এক কথা-আপনি পালান। বঙ্গবন্ধু পালান। ভেতর থেকে তার কথা শুনে শঙ্কিত হয়ে উঠলো আমারও মন। বড় মেয়েকে তার ছোট বোনটাসহ তার স্বামীর বাড়িতে পাঠিয়ে দিলাম। যাবার মুহুর্তে কি ভেবে যেনো ছোট মেয়েটা আমাকে আর তার আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলো। শেখ সাহেব তার মাথায় হাত বুলিয়ে শুধু বললেন-বিপদে কাঁদতে নেই মা।

তখন চারিদিকে সৈন্যরা নেমে পড়েছে। ট্যাঙ্ক বের করেছে পথে। তখন অনেকেই ছুটে এসেছিল ৩২ নং রোডের এই বাড়ীতে। বলছিল-বঙ্গবন্ধু আপনি সরে যান। উত্তরে দৃঢ়ভাবে মাথা নেড়েছিলেন তিনি-না কোথাও আমি যাব না।

রাত ১০টা থেকেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল। দূর থেকে তখন গুলির শব্দ ভেসে আসছিল। দেখলাম প্রতিটি শব্দ-তরঙ্গের সাথে সাথে শেখ সাহেব সমস্ত ঘরটার মাঝে পাইচারী করছিলেন। অস্ফুটভাবে তিনি বলছিলেন-এভাবে বাঙালীকে মারা যাবে না। বাংলা মরবে না। রাত ১২টার পর থেকেই গুলির শব্দ এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েদের জানালা বন্ধ করতে যেয়ে দেখতে পেলাম পাশের বাড়ীতে সৈন্যরা ঢুকে পগেছে। স্পস্ট মনে আছে এ সময় আমি বাজের মতই এক ক্রুদ্ধ গর্জন শুনেছিলাম— গো অন, চার্জ —-

সেই সাথে সাথেই শুরু তলে অঝোরে গোলাবর্ষণ। এই তীব্র গোলাগুলির শব্দের মধ্যেও অনুভব করলাম – সৈন্যরা এবার আমার বাড়ীতে ঢুকেছে। নিরুপায় হয়ে বসেছিলাম আমার শোবার ঘরটাতে। বাইরে থেকে, মুসলধারে গোলাবর্ষন হতে থাকলো এই বাড়ীটা লক্ষ্য করে। ওরা হয়ত এই ঘরটার মাঝেই এমনিভাবে গোলাবর্ষণ করে হত্যা করতে ছেয়েছিল আমাদেরকে। এমনভাবে গোলাবর্ষিত হচ্ছিল যে মনে হচ্ছিল সমস্ত বাড়ীটা বোধহয় ধ্বসে পড়বে। বারুদের গন্ধে মুখচোখ জ্বলছিল। আর ঠিক সেই দুরন্ত মুহুর্তটাতে দেখছিলাম ক্রুদ্ধ সিংহের মত সমস্ত ঘরটার মাঝে অবিশ্বাস্যভাবে পায়চারী করছিলেন শেখ সাহেব। তাঁকে ঐভাবে রেগে যেতে কখনও আর দেখিনি।

রাত প্রায় সাড়ে ১২টার দিকে ওরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে উপরে উঠে এলো। এতক্ষণ শেখ সাহেব, ওদের কিছু বলেননি। কিন্তু এবার অস্থিরভাবে বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সামনে। পরে শুনেছি সৈন্যরা সেই সময়ই তাঁকে হত্যা করে ফেলতো যদি না কর্ণেল দু’হাত দিয়ে তাঁকে আড়াল করতো । ধীর স্বরে শেখ সাহেব হুকুম দিলেন গুলি থামাবার জন্য । তারপর মাথাটা উঁচু রেখেই নেমে গেলেন তিনি নীচের তলায়। মাত্র কয়েক মুহুর্ত। আবার তিনি উঠে এলেন উপরে। মেজ ছেলে জামাল এগিয়ে দিল তার হাতঘড়ি ও মানিব্যাগ। স্বল্প কাপড় গোছানো সুটকেস আর বেডিংটা তুলে নিল সৈন্যরা যাবার মুহুতে একবার শুধু তিনি তাকালেন আমাদের দিকে । পাইপ আর তামাক হাতে নিয়েই বেরিয়ে গেলেন তিনি ওদের সাথে। সোফার নীচ থেকে, খাটের নীচ থেকে, আলমারীর পাশ থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন দল কর্মী। রো আস্তে আস্তে বললো- মাগো আমরা আছি। আমরা আছি। ওদের সকলের মাঝে দাঁড়িয়ে সে রাতে কেঁদে ফেলেছিলেন বেগম মুজিব। বলেছিলেন—খোদার কাছে হাজার শোকর তোদের অন্তত: ফেরত পেয়েছি। তোরা অন্তত ধরা পড়িসনি। এ পর্যন্ত বলেই তিনি শেষ করলেন সেই রাত্রের কথা।”

সংকলক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, আঞ্চলিক তথ্য অফিস, ময়মনসিংহ

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ১০ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর ও গাংনী থানা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ১০ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ও সিআর মামলায় ৮ জন ও গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ আসামি রয়েছে।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতের বিভিন্ন সময়ে আজ সোমবার (৭ আগষ্ট) ভোররাত পর্যন্ত দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম ও গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার (৭ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

বাতিল নয়, পরিবর্তিত হচ্ছে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮

বহুল আলোচিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮ পরিবর্তনের খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। সোমবার (৭ আগস্ট) সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এটি ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩’ নামে প্রতিস্থাপিত হবে বলে জানা গেছে।

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, আইনটি ‘সাইবার নিরাপত্তা আইন-২০২৩’ নামে প্রতিস্থাপিত হবে।

২০১৮ সালে প্রণীত বিতর্কিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটি বাতিলে বিভিন্ন মহল থেকে দাবি ওঠে। বিশেষ করে এর ৫৭ ধারা দেশে-বিদেশে সমালোচিত হয়। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মুক্তচিন্তা ও মতপ্রকাশের অধিকার সমুন্নত রাখা, সর্বোপরি মানুষের মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা নিশ্চিতে আইনটি বাতিলের দাবি জানিয়ে আসছে বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা।

সূত্র: ইত্তেফাক

মুজিবনগরে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টায় ২ যুবক আটক

মুজিবনগর সীমান্তে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টাকালে বর্ডারগার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)’র হাতে দুই বাংলাদেশী যুবক আটক হয়েছেন।

আটকরা হলেন, মুজিবনগর উপজেলার সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের মৃতু আয়ূব হোসেনের ছেলে এনামুল হোসেন (২৫) ও একই গ্রামের জামাল আলীর ছেলে হাবিবুল ইসলাম (২৩)।

গতকাল রবিবার দিবাগত রাতে মুজিবনগর উপজেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত পিলার ১০৪ এর কাছে বাংলাদেশের ১০ হজ অভ্যন্তরে আনন্দবাস গ্রামের কাকডাঙ্গা মাঠের মধ্যে থেকে তাদের আটক করা হয়।

৬ বিজিবির আনন্দবাস বিওপি’র ক্যাম্প কমান্ডার নায়েব সুবেদার আলাউদ্দীন বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিজিবি’র একটি টহল টিম তাদের আটক করেন।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এঘটনায় রাতেই দুই যুবকের নামে পাসপোর্ট আইনের ১১(গ) ধারায় মামলা দেওয়া হয়েছে।

আজ সোমবার (৭ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে আটক দুই যুবককে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গাংনী পৌর ছাত্রদলের সাবেক আহবায়ক গ্রেফতার

গাংনী পৌর ছাত্র দলের সাবেক আহবায়ক রেজওয়ানুল হক ইমনকে (৩০) নাশকতার মামলায় গ্রেফতার করেছে গাংনী থানা পুলিশ।

রেজওয়ানুল হক ইমন গাংনী পৌরসভার চৌগাছা গ্রামের জুলফিকার আলীর ছেলে।
গতকাল রবিবার দিবাগত মধ্যরাতে গাংনী থানা পুলিশের একটি টিম তার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, রেজওয়ানুল হক ইমনের নামে নাশকতার অভিযোগে গাংনী থানায় একটি মামলা রয়েছে। মামলা নং ৪(৮)২৩।
গ্রেফতারকৃত ইমনকে আজ সোমবার (৭ আগষ্ট) বেলা ১১ টার দিকে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।